[২০২০] ১ এস.সি.আর. ৭৭৯

প্রধান সচিব এবং অন্য এর মাধ্যমে গুজরাট রাজ্য।

বনাম

আম্বর বিল্ডার্স

(২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৮৩০৭)

জানুয়ারী ৮,২০২০

[দীপক গুপ্তা এবং অনিরুদ্ধ বোস, বিচারপতিদ্বয়]

গুজরাট পাবলিক ওয়ার্কস কন্ট্র্যাক্টস ডিসপিউটস আর্বিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট, ১৯৯২ – প্রসঙ্গ গুজরাট পাবলিক ওয়ার্কস কন্ট্র্যাক্ট ডিসপিউটস আর্বিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল, উক্ত আইনটির ৩ নম্বর ধারায় গঠিত, ১৯৯৬ সালের আইনের ১৭ নম্বর ধারার অধীনে অন্তর্বর্তী আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে কিনা – প্রতিপক্ষ-ঠিকাদারকে ৩১.০৭.২০০৭ তারিখে জারি করা কার্যাদেশ অনুযায়ী একটি জাতীয় মহাসড়কের একটি অংশ মেরামতের কাজের চুক্তি প্রদান করা হয়েছিল, যার মধ্যে একটি সালিশি ধারাও অন্তর্ভুক্ত ছিল – ঠিকাদারের মতে, তিনি কাজটি ৩০.০৪.২০০৮ তারিখে সম্পন্ন করেন এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয় – রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রাজ্য সরকার ঠিকাদারকে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামতের নির্দেশ দেয়; এবং ঠিকাদারের মতে, মেরামত কার্য সমাপ্ত হয় – ঠিকাদারের দাবি যে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, তিনি কেবল ৩ বছরের জন্য ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্বে ছিলেন, যা সময়সীমা ৩০.০৪.২০১১ তারিখে শেষ হয় – রাজ্য ১১.১১.২০১৪ তারিখে একটি চিঠি জারি করে, যেখানে উল্লেখ করা হয় যে ঠিকাদার রাস্তা মেরামত কাজ চুক্তি অনুযায়ী সম্পন্ন করেননি, এবং তাকে ১,০৯,০০,০৯২/- টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয় – চ্যালেঞ্জ জানানো হয় – হাইকোর্ট রিট পিটিশন মঞ্জুর করে – রায়: ঠিকাদারের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ হলো ১৯৯২ সালের আইনে গঠিত সালিশি ট্রাইব্যুনালে যাওয়া, কারণ সেটি সরকারের জারি করা নোটিশটি বৈধ কিনা এবং সরকার আদৌ ঠিকাদারের কাছ থেকে কোনো অর্থ পুনরুদ্ধার করতে পারে কিনা, সে বিষয়টি নির্ধারণ করার অধিকার রাখে – এটি ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারে থাকবে যে ঠিকাদার প্রাথমিকভাবে অন্তর্বর্তী রিলিফ পাওয়ার যোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য – ১৯৯৬ সালের আইনের ১৭ নম্বর ধারায় সালিশি ট্রাইব্যুনালের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে বলা হয় যে, ১৯৯২ সালের আইনে গঠিত ট্রাইব্যুনাল এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, কারণ এই দুটি আইনের মধ্যে অন্তর্বর্তী রিলিফ প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো অসঙ্গতি নেই – বিষয়টির মেধা নিয়ে বিচার করা হয়নি – হাইকোর্টের রায়

বাতিল করা হয় – ঠিকাদারকে গুজরাট পাবলিক ওয়ার্কস কন্ট্র্যাক্ট ডিসপিউটস আর্বিট্রেশন ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করা হয় – আজ থেকে ২ মাসের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা হলে, ট্রাইব্যুনাল সময়সীমার বিষয়ে মামলা খারিজ করবে না এবং মেধার ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করবে – সালিশি ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬ – ধারা ২-৪৩ এবং ধারা ৯, ১৭ – সালিশি আইন, ১৯৪০।

গুজরাট পাবলিক ওয়ার্কস কন্ট্র্যাক্টস ডিসপিউটস আর্বিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট, ১৯৯২ – ধারা ২(ক), ৩, ৮(৩), ৯, ১২, ১৩, ২১ – আইনটির কাঠামো – আলোচনা করা হয়েছে।

সালিশি ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬ – ধারা ৯, ১৭ – রায়: ধারা ৯ আদালতকে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে – তবে, ধারা ৯(৩) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, একবার সালিশি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হলে, আদালত ধারা ৯(১) অনুযায়ী আবেদন গ্রহণ করবে না, যদি না আদালত এই সিদ্ধান্তে আসে যে এমন পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে ধারা ১৭ অনুসারে সালিশি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা কার্যকর হবে না।

সালিশি ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬ – অন্য কোনো আইনের অধীনে পরিচালিত সালিশি কার্যক্রমে আইনটির প্রথম অংশ প্রযোজ্যতা – রায়: আইনের প্রথম অংশ, অর্থাৎ ধারা ২ থেকে ধারা ৪৩ পর্যন্ত, সালিশি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ধারা ২(২) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে এটি ভারতের মধ্যে সংঘটিত সকল সালিশি কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য হবে – ধারা ২(৪) অনুযায়ী, ধারা ৪০(১), ৪১ এবং ৪৩ ব্যতীত আইনের প্রথম অংশটি অন্যান্য আইনের অধীনে পরিচালিত সালিশি কার্যক্রমের জন্যও প্রযোজ্য হবে, যদি না প্রথম অংশের কোনো বিধান ওই আইন বা এর অধীনে প্রণীত কোনো নিয়মের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

আপিল নিষ্পত্তি করে, আদালত

বলেঃ আর্বিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬-এর ধারা ৯ আদালতকে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেয়। তবে, ধারা ৯ (৩)-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে একবার সালিসী ট্রাইব্যুনাল গঠিত হলে, আদালত ধারা ৯ (১)-এর অধীনে কোনও আবেদন গ্রহণ করবে না যদি না আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে এমন পরিস্থিতি বিদ্যমান যা ধারা ১৭-এর অধীনে প্রতিকারকে কার্যকর করে না। এ&সি আইনের ১৭ ধারায় সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে।এ&সি অ্যাক্ট-এর প্রথম অংশ অর্থাৎ ধারা ২ থেকে ধারা ৪৩ সালিশি কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত এবং ধারা ২(২) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে এটি ভারতের মধ্যে সংঘটিত সকল

সালিশি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ধারা ২(৪) স্পষ্ট করে যে ধারা ৪০(১), ৪১ এবং ৪৩ ব্যতীত এ&সি অ্যাক্ট-এর প্রথম অংশটি অন্যান্য আইন অনুযায়ী পরিচালিত সালিশি কার্যক্রমের জন্যও প্রযোজ্য হবে, যেন সালিশি কার্যক্রমটি একটি সালিশি চুক্তির অধীনে পরিচালিত হয়েছে, যতক্ষণ না প্রথম অংশের কোনো বিধান সংশ্লিষ্ট অন্য আইনের বা তার অধীনে প্রণীত কোনো নিয়মের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সহজ ভাষায় পড়লে বোঝা যায়, এ&সি অ্যাক্টএর প্রথম অংশের বিধানসমূহ ভারতের মধ্যে সংঘটিত সমস্ত সালিশি কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য। এমনকি অন্য আইনের অধীনে পরিচালিত বিধিবদ্ধ সালিশি কার্যক্রমও প্রথম অংশের আওতাভুক্ত হবে। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো, যদি কোনো বিশেষ আইন প্রথম অংশ থেকে ভিন্ন কোনো বিধান প্রদান করে, তাহলে বিশেষ আইন প্রাধান্য পাবে এবং এ&সি অ্যাক্ট ওই বিশেষ আইনের কাছে সরে যাবে। [আনুচ্ছেদ ১২, ১৩ এবং ১৫][৭৮৭-ডী-ই; ৭৮৮-এফ-এইচ; ৭৮৯-এ]

১.২ ট্রাইব্যুনালের রেফারেন্স এবং পদ্ধতি গুজরাট পাবলিক ওয়ার্কস কন্ট্রাক্টস ডিসপিউটস আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট, ১৯৯২-এর ৩য় অধ্যায় দ্বারা পরিচালিত হয়। ধারা ৮-এ বলা হয়েছে যে, যেখানে উল্লিখিত আইনের অর্থের মধ্যে কোনও বিরোধ পক্ষগুলির মধ্যে উদ্ভূত হয়, সেখানে উক্ত বিরোধটি উক্ত আইনের অধীনে সালিশের জন্য উল্লেখ করা হবে, প্রশ্নযুক্ত চুক্তিতে সালিশের ধারা রয়েছে কি না। মূলত, রাজ্য আইনসভার অভিপ্রায় ছিল যে রাজ্য সরকার এবং কাজের চুক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত কাজগুলি সম্পাদনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে কাজের চুক্তি সম্পর্কিত সমস্ত বিরোধ বাধ্যতামূলকভাবে গুজরাট আইনের ৩য় ধারার অধীনে গঠিত সালিশ ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হবে। ধারা ৮ (৩)-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যেখানে ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (২)-এর অধীনে একটি রেফারেন্স গ্রহণ করে, সেখানে তার কারণ উল্লেখ করে একটি রায় বা অন্তর্বর্তীকালীন রায় দেবে। এই ধারাটি অন্তর্বর্তীকালীন রায় দেওয়ার জন্য ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয়। তবে, ট্রাইব্যুনাল একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন রায় নিষেধাজ্ঞার প্রকৃতির হতে পারে না। ট্রাইব্যুনালের অনুশীলন ও পদ্ধতি আইনের ৯ ধারা দ্বারা পরিচালিত হয়। আইনের ১২ ধারা গুজরাট হাইকোর্টে পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা অর্পণ করে যেখানে কোনও রায় বা কোনও অন্তর্বর্তীকালীন রায়কে সেটিতে নির্ধারিত ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। এই বিষয়ে হাইকোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত ক্ষমতাও রয়েছে। ধারা ১৩ বিশেষভাবে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারকে নিষিদ্ধ করে। এটি স্পষ্টভাবে বোঝায় যে এ&সি অ্যাক্ট-এর অধীনে দেওয়া সিভিল কোর্টের ক্ষমতাসমূহ, যেমন ধারা ৯ অনুযায়ী অন্তর্বর্তী রিলিফ প্রদানের

ক্ষমতা এবং ধারা ৩৪ অনুযায়ী সালিশি রায় বাতিল করার ক্ষমতা, গুজরাট আইনের অধীনে প্রদত্ত রায়গুলোর ক্ষেত্রে সিভিল কোর্ট প্রয়োগ করতে পারবে না। গুজরাট আইনের ক্ষেত্রে, রায় বাতিল বা সংশোধনের ক্ষমতা ধারা ১২ অনুযায়ী উচ্চ আদালতের হাতে ন্যস্ত। ঠিকাদারের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ ছিল গুজরাট আইনের অধীনে গঠিত সালিশি ট্রাইব্যুনালে যাওয়া, কারণ সেটি সরকারের জারি করা নোটিশটি বৈধ কিনা এবং সরকার ঠিকাদারের কাছ থেকে কোনো অর্থ পুনরুদ্ধার করার অধিকার রাখে কিনা তা নির্ধারণের এখতিয়ার রাখে। এটি ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে যে ঠিকাদার অন্তর্বর্তী রিলিফ পাওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করা। আদালত ইচ্ছাকৃতভাবে মামলার মেধাগত বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি, কারণ একবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে যে ট্রাইব্যুনাল এই বিরোধ নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার রাখে, তখন মামলার মেধা নিয়ে মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। [আনুচ্ছেদ ১৬-১৮][৭৮৯-বি-ই, এইচ; ৭৯০-এ, সি-ই]

১.৩ উভয় আইন একত্রে পাঠ ও গভীর বিশ্লেষণের পর, আদালতের অভিমত হলো যে এ&সি অ্যাক্ট-এর ধারা ১৭ অনুযায়ী সালিশি ট্রাইব্যুনালের যে ক্ষমতা রয়েছে, তা গুজরাট আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালও প্রয়োগ করতে পারে, কারণ অন্তর্বর্তী রিলিফ প্রদানের ক্ষেত্রে এই দুটি আইনের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই। এই ক্ষমতা ইতোমধ্যেই গুজরাট আইনের অধীনে ট্রাইব্যুনালের উপর ন্যস্ত, এবং এ&সি অ্যাক্ট-এর ধারা ১৭ এই ক্ষমতাকে পরিপূরক করে। সুতরাং, এটি বলা যায় না যে এ&সি অ্যাক্ট-এর ধারা ১৭ গুজরাট আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। গুজরাট উচ্চ আদালতের রায়গুলো বাতিল করা হয়েছে। তবে, ঠিকাদারদের গুজরাট পাবলিক ওয়ার্কস কন্ট্র্যাক্ট ডিসপিউটস আর্বিট্রেশন ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আজ থেকে ২ মাসের মধ্যে যদি ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা হয়, তবে ট্রাইব্যুনাল সময়সীমার বিষয়ে মামলা খারিজ করবে না এবং মেধার ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করবে। [আনুচ্ছেদ ২১, ২২][৭৯৩-ডী-জি]

গঙ্গোত্রী এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড আদারস (২০১৬) ১১ এস. সি. সি ৭২০: [২০১৬] ২ এস. সি. আর ১০৭৪-প্রতি ইনকুরিয়ামে অনুষ্ঠিত।

কর্ণাটক রাজ্য বনাম শ্রী রামেশ্বর রাইস মিলস, তীর্থহল্লী (১৯৮৭) ২ এস. সি. সি ১৬০: [১৯৮৭] ২ এস. সি. আর ৩৯৮;

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম রমন আয়রন ফাউন্ড্রি (১৯৭৪) ২ এস. সি. সি. ৩৩১: [১৯৭৪] ৩ এস.সি.আর. ৫৫৬; এইচ.এম. কামালউদ্দিন আনসারি অ্যান্ড কোম্পানি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (১৯৮৩) ৪ এস.সি.সি. ৪১৭: [১৯৮৩] ৩ এস.সি.আর. ৬০৭-উল্লেখ করা হয়েছে।

কেস আইন রেফারেন্স

[১৯৮৭] ২ এস.সি.আর. ৩৯৮	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৬
[২০১৬] ২ এস.সি.আর. ১০৭৪	পরিকল্পনাহীন বলে বিবেচিত	অনুচ্ছেদ ৯
[১৯৭৪] ৩ এস.সি.আর. ৫৫৬	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৯
[১৯৮৩] ৩ এস.সি.আর. ৬০৭	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৯

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ এর দেওয়ানী আপিল নং ৮৩০৭।

২০১৫ সালের ৫৫১৭ নং বিশেষ দেওয়ানী আবেদনে আহমেদাবাদে গুজরাট হাইকোর্টের ১৮.০২.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভুত।

সঙ্গে

২০১৯ সালের ৮৩০৮ নং দেওয়ানী আপিলের ।

প্রীতেশ কাপুর, সিনিয়র আইনজীবী, এ. পি. মাই, মিসেস হেমন্তিকা ওয়াহি, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবী

কে. জি. সুখওয়ানি, অনিল কে. শর্মা, চিরাগ সুখওয়ানি, বিশ্ব পাল-সিং, আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

দীপক গুপ্তা, বিচারপতি

১. এই আপিলগুলিতে সিদ্ধান্তের জন্য যে প্রধান প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল গুজরাট গণপূর্ত চুক্তি বিরোধ সালিসি ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৯২ (এরপরে 'গুজরাট আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর ধারা ৩-এর অধীনে গঠিত গাই আরাত গণপূর্ত চুক্তি বিরোধ সালিসি ট্রাইব্যুনাল (এরপরে 'ট্রাইব্যুনাল' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (এরপরে 'এ&সি আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর ধারা ১৭-এর পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে কিনা।

২. প্রথমদিকে, এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গুজরাট আইনের ধারা ২ (কে)-এর পরিপ্রেক্ষিতে "ওয়ার্কস কন্ট্রাক্ট" হিসাবে সংজ্ঞায়িত কাজগুলির জন্য রাজ্য সরকার বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির দ্বারা অন্য কোনও ব্যক্তির সাথে করা "ওয়ার্কস কন্ট্রাক্ট" থেকে উদ্ভূত সমস্ত বিরোধ বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করার লক্ষ্যে গুজরাট আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। যতদূর এই

সুবিধাটি উদ্বিগ্ন, এটি বিতর্কিত নয় যে আপীলকারী রাষ্ট্র এবং প্রতিপক্ষ-ঠিকাদারের মধ্যে চুক্তিটি একটি "কাজের চুক্তি" ছিল। ৩১.০৭.২০০৭ তারিখের পক্ষগুলির সাথে সম্পর্কিত চুক্তির আদেশে একটি সালিসি ধারা রয়েছে, যার প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:-

> "ধারাঃ ৩০ (১) ট্রাইবুনালে পাঠানো বিরোধঃ এই চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধ, যতদূর পর্যন্ত তারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত, এই ধরনের বিরোধগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে বা তার কাজের অগ্রগতির সময় উদ্ভূত হয় কিনা বা পরিত্যক্ত হয়, তা গুজরাট রাজ্যের সালিশ ট্রাইবুনেলে পাঠানো হবে"...

৩. এটি বিতর্কিত নয় যে গুজরাট আইন বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা প্রধানত ৪৩ নং ধারার সাথে সম্পর্কিত। পক্ষগুলির মধ্যে করা চুক্তির একটি ধারা, যা নিম্নরূপঃ-

> "৪৩. ঠিকাদারকে ফেরতযোগ্য জামানত সহ ঠিকাদারকে প্রদেয় এবং প্রদেয় যে কোনও পরিমাণ অর্থ) এই চুক্তির অধীনে অনুদান হিসাবে সম্পূর্ণরূপে অর্থায়িত কোনও জেলা পঞ্চায়েতের কোনও সরকারি কাজ বা কাজ সম্পাদন করা যে কোনও জেলা সরকার/সরকার দ্বারা উপযুক্ত হবে এবং গুজরাট রাজ্য সরকার/সরকার দ্বারা গুজরাট রাজ্য সরকার/জেলা পঞ্চায়েতের সরকার/জেলা পঞ্চায়েতের কোনও দাবির বিরুদ্ধে অবরোধ করা হবে। যখন গুজরাট রাজ্য সরকার/জেলা পঞ্চায়েতের কোনও দাবির বিরুদ্ধে ঠিকাদারের কাছ থেকে পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে এমন কোনও পরিমাণ উপলব্ধ না থাকে, তখন ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসাবে ঠিকাদারের কাছ থেকে এই ধরনের পুনরুদ্ধার করা হবে।

৪. এই রায়ে আমরা শুধুমাত্র সিভিল আপিল নং ৮৩০৭/২০১৯ @ এসএলপি (সি) নং ৩৬০৯৫/২০১৬-এর বিষয়বস্তু উল্লেখ করছি। প্রতিপক্ষ-ঠিকাদারকে ৩১.০৭.২০০৭ তারিখে কার্যাদেশ অনুযায়ী একটি জাতীয় মহাসড়কের একটি অংশ মজবুত করার চুক্তি প্রদান করা হয়েছিল। ঠিকাদারের মতে, তিনি ৩০.০৪.২০০৮ তারিখে কাজটি সম্পন্ন করেন এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়। রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং ঠিকাদারের মতে, এটি ভারী বৃষ্টির কারণে হয়েছিল। রাজ্য সরকার ঠিকাদারকে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামতের নির্দেশ দেয় এবং ঠিকাদারের মতে, বৃষ্টি থামার পর এই মেরামত কার্য সম্পন্ন হয়।

৫. ঠিকাদারের ক্ষেত্রে, চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে,/ঠিকাদার শুধুমাত্র ৩ বছরের জন্য ত্রুটিগুলি অপসারণ করতে দায়বদ্ধ ছিল যা ৩০.০৪.২০১১-এ শেষ হয়েছিল। ১০.০৯.২০১২-এ, ঠিকাদার সুরক্ষার পরিমাণ ছাড়ার জন্য রাজ্যকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই পরিমাণটি সেই অনুযায়ী ১০.০৯.২০১২-এর চিঠির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছিল। রাজ্য ১১.১১.২০১৪-এর চিঠি জারি করে ঠিকাদারকে ১,০৯,০০,০৯২/- টাকা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। এই দাবিটি এই ভিত্তির উপর ভিত্তি করে ছিল যে ঠিকাদার চুক্তি অনুসারে রাস্তা মেরামতের কাজটি করেননি। আবেদনকারী রাজ্য সুরক্ষা জমা এবং অন্যান্য মুলতুবি কাজের বিল থেকে অর্থ প্রদান বন্ধ করার হুমকি দিয়েছিল। এই নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে গুজরাট হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল এই ভিত্তিতে যে, রাজ্য অন্যান্য চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় পরিমাণ আটকে রাখতে বা অন্যান্য চুক্তির অধীনে প্রদত্ত অর্থ থেকে অর্থ আদায় করতে সক্ষম ছিল না যতক্ষণ না ঠিকাদারের দায়বদ্ধতা নির্ধারিত হয় এবং উপযুক্ত এখতিয়ারের কোনও আদালত বা ফোরাম দ্বারা পরিমাপ করা হয়। রাজ্যের অবস্থান ছিল যে যেহেতু ঠিকাদারের কাজ ত্রুটিপূর্ণ ছিল, তাই রাজ্য ঠিকাদারের ঝুঁকিতে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে কাজ করিয়েছিল। যদি ঠিকাদারের কোনও বিরোধ থাকে, তবে তিনি আদালতে যেতে পারেন এবং ৪৩ নং ধারার উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করা হয়েছিল। উপরে উদ্ধৃত চুক্তির একটি।

৬. উচ্চ আদালত এই আদালতের কর্ণাটক রাজ্য বনাম শ্রী রামেশ্বরা রাইস মিলস, তীর্থহল্লি মামলার রায় এবং গুজরাট উচ্চ আদালতের বিভিন্ন রায়ে উল্লিখিত ধারাবাহিক মতামতের উপর নির্ভর করে। আদালত সিদ্ধান্ত দেয় যে, পুনরুদ্ধার করতে চাওয়া অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ বা স্থিরীকরণ ছাড়া নিয়োগকর্তা বা ঠিকাদার একতরফাভাবে একই ঠিকাদারের অন্য চুক্তি সংশ্লিষ্ট চলমান কাজ থেকে সেই অর্থ পুনরুদ্ধার করতে পারে না। উপরন্তু, নির্দেশ দেওয়া হয় যে রাজ্য সরকার অন্য চুক্তির অধীনে ঠিকাদারের পাওনা অর্থ থেকে এই অর্থ পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। তবে, আইনের অধীনে যেকোনো অনুমোদিত পদ্ধতিতে রাজ্য সরকারকে পুনরুদ্ধারের অধিকার দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ, ১৮.০২.২০১৬ তারিখের রায় অনুযায়ী, পিটিশনটি মঞ্জুর করা হয় এবং ১১.১১.২০১৪ তারিখের যোগাযোগটি বাতিল করা হয়।

৭. এই রায়কে আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। গুজরাট রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী প্রীতেশ কাপুর যুক্তি দেখান যে এই ধরনের আদেশ দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের কোনও এখতিয়ার নেই। তিনি দাখিল করেন যে, প্রকৃতপক্ষে, প্রতিকার, যদি থাকে, প্রতিপক্ষ ঠিকাদারের

[১](১৯৮৭) ২ এসসিসি ১৬০

গুজরাট আইনের অধীনে গঠিত রাজ্য ট্রাইব্যুনালের কাছে যাওয়া ছিল এবং রিট আদালত এই ধরনের ত্রাণ মঞ্জুর করতে পারে না। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী কে. জি. সুখওয়ানি দাবি করেন যে গুজরাট আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালের এই ধরনের রিলিফ প্রদানের এখতিয়ার নেই। তিনি ২৪.১১.২০০৫ তারিখে রাজ্য ট্রাইব্যুনালের একটি আদেশের উপর নির্ভর করেছেন, যেখানে ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত দেয় যে এটি শুধুমাত্র গুজরাট আইনের অধীনে বা তার মাধ্যমে প্রদত্ত এখতিয়ার, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে, কারণ এটি সেই আইনের অধীনে গঠিত। ট্রাইব্যুনাল আরও উল্লেখ করে যে যদি গুজরাট আইন ট্রাইব্যুনালকে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করার ক্ষমতা না দেয়, তাহলে এটি অন্তর্বর্তী রিলিফ প্রদানের জন্য দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ অনুসরণ করতে পারবে না। ট্রাইব্যুনাল এটাও বলে যে, যেমন বর্তমান মামলায় প্রার্থনা করা হয়েছে, তেমন অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞার আদেশ 'অন্তর্বর্তী রায়'-এর পরিসরের মধ্যে পড়ে না। সুতরাং, ট্রাইব্যুনাল এমন নিষেধাজ্ঞা প্রদানের কোনো ক্ষমতা রাখে না।

৮. আমাদের কাছে এটা প্রতীয়মান হয় যে, তারপর থেকে গুজরাটে সমস্ত যোগাযোগ/আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়, যার মাধ্যমে রাজ্য ৪৩ ধারার অনুরূপ চুক্তির বিধানের আশ্রয় নেয়।

৯. আমরা রায়ের শুরুর অংশে মূল বিষয়টি বের করে এনেছি। গুজরাট আইনের ২ (ক) ধারায় 'সালিসি আইন'-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যার অর্থ সালিসি আইন, ১৯৪০। পক্ষগুলির মধ্যে এই বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে এই জি-এর অর্থ এখন 'এ&সি আইন' হবে।

১০. আমরা এ&সি আইনের কিছু বিধানও উল্লেখ করতে পারি। এ&সি আইনের ধারা ২ (ঙ) (১) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ ব্যতীত অন্যান্য বিরোধের প্রেক্ষাপটে 'আদালত' কে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করেঃ-

> "(i) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ ব্যতীত অন্য কোনও সালিশের ক্ষেত্রে, একটি জেলার মূল এখতিয়ারের প্রধান দেওয়ানী আদালত, এবং তার সাধারণ মূল দেওয়ানী এখতিয়ার প্রয়োগ করে হাইকোর্টকে অন্তর্ভুক্ত করে, সালিশের বিষয়-বিষয় গঠনকারী প্রশ্নগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে, যদি এটি কোনও মামলার বিষয়-বিষয় হয়, তবে সেই প্রধান দেওয়ানী আদালত বা ছোট কারণের কোনও আদালতের চেয়ে নিকৃষ্ট গ্রেডের কোনও দেওয়ানী আদালত অন্তর্ভুক্ত নয়।

১১. আমরা এ&সি আইনের ধারা ২ (২) এবং ২ (৪)-এর কথাও উল্লেখ করতে পারি, যা নিম্নরূপঃ-

> (২) এই অংশটি ভারতে যেখানে সালিশের স্থান রয়েছে সেখানে প্রযোজ্য হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোনও চুক্তির বিপরীতে ধারা ৯,২৭-এর বিধান এবং উপ-ধারা (১)-এর ধারা (ক) এবং ধারা ৩৭-এর উপ-ধারা (৩) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যদিও সালিশের স্থান ভারতের বাইরে, এবং এই ধরনের জায়গায় প্রদত্ত বা প্রদত্ত সালিশ রায় এই আইনের দ্বিতীয় অংশের বিধানের অধীনে প্রয়োগযোগ্য এবং স্বীকৃত।

xxx xxx xxx

"(৪) ধারা ৪০, ধারা ৪১ এবং ধারা ৪৩-এর উপ-ধারা (১) ব্যতীত এই অংশটি আপাততঃ বলবৎ অন্য যে কোনও আইনের অধীনে প্রতিটি সালিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, কারণ এটি সালিশ চুক্তি অনুসারে হয়েছিল এবং যেন অন্য আইনটি সালিশ চুক্তি ছিল, তবে এই অংশের বিধানগুলি যতদূর পর্যন্ত অন্য কোনও আইন বা তার অধীনে তৈরি কোনও নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।"

১২. এ&সি আইনের ৯ নং ধারা আদালতকে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে। তবে, ৯ (৩) ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে একবার সালিসী ট্রাইব্যুনাল গঠিত হলে আদালত ৯ (১) ধারার অধীনে কোনও আবেদন গ্রহণ করবে না, যদি না আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে এমন পরিস্থিতি বিদ্যমান যা ১৭ ধারার অধীনে প্রতিকারকে কার্যকর করে তুলবে না।

১৩. এ&সি আইনের ১৭ নং ধারায় সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মঞ্জুর করা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার বিধান রয়েছে। এটি নিম্নরূপঃ-

১৭. সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আদেশিত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা.-(১) কোনও পক্ষ সালিসী কার্যধারার সময় বা সালিসী রায় দেওয়ার পরে যে কোনও সময়, কিন্তু তার আগে ধারা ৩৬ অনুসারে প্রয়োগ করা হলে, সালিসী ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারে-

(১) সালিসী কার্যধারার উদ্দেশ্যে নাবালক বা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির অভিভাবক নিয়োগের জন্য; অথবা

(ii) সুরক্ষামূলক অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার জন্য যা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, যথা:—

(ক) সালিশ চুক্তির বিষয় যে কোনও পণ্যের সংরক্ষণ, অন্তর্বর্তীকালীন হেফাজত বা বিক্রয়;

(খ) বিবাদের পরিমাণ সুরক্ষিত করা মধ্যস্থতা;

(সি) যে কোনও সম্পত্তি বা জিনিসের আটক, সংরক্ষণ বা পরিদর্শন যা সালিশের ক্ষেত্রে বিরোধের বিষয়,

অথবা কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে এবং পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যগুলির যে কোনও উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তিকে কোনও পক্ষের দখলে থাকা কোনও জমি বা ভবনে প্রবেশের অনুমোদন দেওয়া, বা কোনও নমুনা নেওয়ার অনুমোদন দেওয়া, বা কোনও পর্যবেক্ষণ করা, বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, যা সম্পূর্ণ তথ্য বা প্রমাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বা সমীচীন হতে পারে;

(ঘ) অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা বা প্রাপকের নিয়োগ;

(ঙ) সালিসী ট্রাইব্যুনালের কাছে ন্যায়সঙ্গত ও সুবিধাজনক বলে মনে হতে পারে এমন অন্যান্য অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং সালিসী ট্রাইব্যুনালের আদেশ দেওয়ার জন্য একই ক্ষমতা থাকবে, যা আদালত তার সামনে যে কোনও কার্যধারার উদ্দেশ্যে এবং সম্পর্কিত।

(২) ৩৭ ধারার অধীনে আপিলে প্রদত্ত কোন আদেশ সাপেক্ষে, এই ধারার অধীনে সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জারি করা কোন আদেশ সকল উদ্দেশ্যে আদালতের আদেশ বলে বিবেচিত হবে এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি (১৯০৮ সালের ৫) এর অধীনে একই পদ্ধতিতে বলবৎযোগ্য হবে, যেন এটি আদালতের আদেশ ছিল।

১৪. আমরা এ&সি আইনের ৩১ (৬) ধারাটিও উল্লেখ করতে পারি যা নিম্নরূপঃ-

৩১. সালিসী রায়ের ফর্ম এবং বিষয়বস্তু।-

XXX XXX XXX

(৬) সালিসী ট্রাইব্যুনাল, সালিসী কার্যক্রম চলাকালীন যে কোন সময়, যে কোন বিষয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সালিসী রায় প্রদান করতে পারে যে বিষয়ে এটি একটি চূড়ান্ত সালিসী রায় দিতে পারে।"

১৫. এ ও সি অ্যাক্ট-এর প্রথম অংশ (ধারা ২ থেকে ধারা ৪৩) সালিশি সংক্রান্ত বিধান নিয়ে আলোচনা করে। ধারা ২(২)-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই অংশটি সমস্ত সালিশির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ধারা ২(৪) আরও স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে ধারা ৪০(১), ৪১ এবং ৪৩ ছাড়া, এ&সি অ্যাক্ট-এর প্রথম অংশটি অন্যান্য আইনের অধীনে পরিচালিত সালিশির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যেন ওই সালিশিগুলো সালিশি চুক্তির অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে, যদি প্রথম অংশের বিধানসমূহ অন্য কোনো আইন বা তার অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে সেটি প্রযোজ্য হবে না। সহজভাবে পড়লে বোঝা যায় যে এ&সি অ্যাক্ট-এর প্রথম অংশের বিধানসমূহ সমস্ত সালিশির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেখানে সালিশির স্থান ভারতের মধ্যে। এমনকি অন্যান্য আইনের অধীনে পরিচালিত বৈধ সালিশিও প্রথম অংশ দ্বারা পরিচালিত হবে। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো, যদি বিশেষ কোনো আইনে প্রথম অংশের

থেকে কোনো বিচ্যুতি থাকে, তাহলে সেই বিশেষ আইন প্রাধান্য পাবে এবং এ&সি অ্যাক্ট সেই বিশেষ আইনের জন্য পথ ছেড়ে দেবে।

১৬. এই প্রসঙ্গেই আমাদের গুজরাট আইন পরীক্ষা করতে হবে। আমরা ইতিমধ্যেই গুজরাট আইনের কিছু বিধানের কথা উল্লেখ করেছি। ট্রাইব্যুনালের রেফারেন্স এবং পদ্ধতি গুজরাট আইনের ৩য় অধ্যায় দ্বারা পরিচালিত হয়। ধারা ৮-এ বলা হয়েছে যে, পক্ষগুলির মধ্যে উল্লিখিত আইনের অর্থের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখা দিলে, উক্ত বিরোধটি উক্ত আইনের অধীনে সালিশের জন্য পাঠানো হবে, প্রশ্নযুক্ত চুক্তিতে সালিশের ধারা রয়েছে কি না। মূলত, রাজ্য আইনসভার অভিপ্রায় ছিল যে রাজ্য সরকার এবং কাজের চুক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত কাজগুলি সম্পাদনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে কাজের চুক্তি সম্পর্কিত সমস্ত বিরোধ বাধ্যতামূলকভাবে গুজরাট আইনের ৩ ধারার অধীনে গঠিত সালিসী ট্রাইবুনেলে পাঠানো হবে। ধারা ৮(৩) স্পষ্টভাবে বিধান করে যে যেখানে ট্রাইবুনেল উপ-ধারা (২) এর অধীনে একটি রেফারেন্স গ্রহণ করে সেখানে এটি তার কারণগুলি উল্লেখ করে একটি পুরষ্কার বা অন্তর্বর্তীকালীন পুরষ্কার দেবে। এই ধারাটি অন্তর্বর্তীকালীন পুরষ্কার দেওয়ার জন্য ট্রাইবুনেলে ক্ষমতা স্বীকার করে। তবে, উপরে উল্লিখিত হিসাবে, ট্রাইবুনেল একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন পুরষ্কার একটি নিষেধাজ্ঞা প্রকৃতির হতে পারে না।

১৭. আইনের ৯ নং ধারা দ্বারা পরিচালিত ট্রাইব্যুনাল এর অনুশীলন ও পদ্ধতি। আইনের ১২ নং ধারা গুজরাট হাইকোর্টে পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রদান করে যেখানে কোনও রায় বা কোনও অন্তর্বর্তীকালীন রায়কে সেটিতে বর্ণিত ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। এই বিষয়ে হাইকোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত ক্ষমতাও রয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য প্রাসঙ্গিক ধারা ১৩ নিম্নরূপঃ-

> "**১৩. আদালতের এখতিয়ারের বাধাঃ**-(১) ধারা ১২ দ্বারা অন্যথায় বিধান করা ব্যতীত, কোনও দেওয়ানী আদালতের এমন কোনও প্রশ্ন মোকাবিলা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার থাকবে না যা ট্রাইবুনেলকে এই আইন দ্বারা বা তার অধীনে মোকাবিলা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং এই আইন দ্বারা বা তার অধীনে কোনও ক্ষমতার অনুসরণে নেওয়া বা নেওয়া কোনও পদক্ষেপের বিষয়ে কোনও দেওয়ানী আদালত কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করবে না।
>
> (২) এই আইনের অধীনে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত কোনও রায় বা অন্তর্বর্তীকালীন রায় বা আদেশ বা গৃহীত কার্যধারা কোনও দেওয়ানী আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ হবে না।

ধারা ১৩ স্পষ্টভাবে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার নিষিদ্ধ করে। এর অর্থ হলো এ&সি অ্যাক্ট-এর অধীনে দেওয়ানি আদালতের কাছে থাকা ক্ষমতাগুলি, যেমন ধারা ৯ অনুসারে অন্তর্বর্তী রিলিফ

প্রদান এবং ধারা ৩৪ অনুসারে কোনো রায় বাতিল করার ক্ষমতা, গুজরাট আইনের অধীনে প্রদত্ত রায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। গুজরাট আইনের ক্ষেত্রে, কোনো রায় বাতিল বা সংশোধনের ক্ষমতা ধারা ১২ অনুযায়ী উচ্চ আদালতে ন্যস্ত। গুজরাট আইনের ধারা ২১ এই রূপ:

> "২১. সালিসি আইন প্রয়োগ করা বন্ধ হয়ে যাবে.-সালিসি আইনের বিধানগুলি, যতদূর পর্যন্ত এই আইনের বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, কোনও কাজের চুক্তি থেকে উদ্ভূত কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বন্ধ হয়ে যাবে এবং সালিসি, আম্পায়ার, আদালত বা কর্তৃপক্ষের সামনে এই ধরনের বিরোধ সম্পর্কিত সমস্ত সালিসি কার্যধারা ট্রাইবুনেলে স্থানান্তরিত হবে।"

১৮. আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে, ঠিকাদারের জন্য উপযুক্ত প্রতিকার ছিল গুজরাট আইনের অধীনে গঠিত সালিসী ট্রাইবুনেলে যাওয়া, যেহেতু সরকারের জারি করা নোটিশটি একটি আইনি নোটিশ ছিল কিনা এবং সরকার প্রকৃতপক্ষে ঠিকাদারের কাছ থেকে কোনও পরিমাণ আদায়ের অধিকারী ছিল কিনা তা নির্ধারণ করার এখতিয়ার থাকবে। ঠিকাদার অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণের জন্য প্রাথমিকভাবে মামলা করেছেন কিনা তাও ট্রাইবুনেলে নির্ধারণ করা হবে। আমরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে মামলার গুণাগুণের মধ্যে যাব না কারণ একবার আমরা ধরে নিই যে ট্রাইব্যুনালের বিরোধের উপর বিনোদন ও রায় দেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে, গুণাগুণের উপর কোনও মন্তব্য করা আমাদের পক্ষে যথাযথ হবে না।

১৯. প্রতিপক্ষদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী সুখওয়ানি গঙ্গোত্রী এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য[২] মামলায় এই আদালতের একটি রায়ের উপর নির্ভর করে বলেছেন যে, সরকারের দাবি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বা বিচার না হওয়া পর্যন্ত সরকার ঠিকাদারের অর্থ আটকে রাখতে পারে না। যেহেতু এই মামলাটি ছিল-বিশেষভাবে নির্ভরশীল, তাই গঙ্গোত্রী এন্টারপ্রাইজ (উপরে)-এ বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গির সঠিকতা মেনে চলতে আমরা বাধ্য। গঙ্গোত্রী এন্টারপ্রাইজ (সুপার অ্যান্ড) মামলার রায়টি মূলত ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলার এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চের রায়ের উপর ভিত্তি করে। রমন আয়রন ফাউন্ড্রি[৩] 'এই মামলায়, এই আদালত বলেছিল যে প্রথমে বিচার না করে দাবি করা পরিমাণের সদ্ব্যবহার করার কোনও অধিকার সরকারের নেই। রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপঃ

> "৬... কিন্তু এখানে মাননীয় বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞার আদেশে স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় অর্থে আবেদনকারীকে প্রতিপক্ষকে অন্যান্য চুক্তির অধীনে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য কোনো নির্দেশ

[২](২০১৬) ১১ এসসিসি ৭২০

[৩] (১৯৭৪) ২ এসসিসি ২৩১

অন্তর্ভুক্ত নেই। এটি কেবল আকারে নয়, বরং বস্তুগত/নেতিবাচক আদেশেও রয়েছে। এর কোনও ইতিবাচক বিষয়বস্তু নেই। এটি যা করে তা কেবল আবেদনকারীকে প্রতিপক্ষর প্রাপ্য অন্যান্য পরিমাণের মধ্যে থেকে তার দ্বারা দাবি করা ক্ষতিপূরণ, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পুনরুদ্ধার করতে বাধা দেয়। এটি নির্দেশ দেয় না যে আবেদনকারী প্রতিপক্ষকে এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। আপিলকারী এখনও এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে অস্বীকার করতে পারে যদি সে মনে করে যে তার একটি বৈধ প্রতিরক্ষা রয়েছে এবং যদি আপিলকারী তা করে, তবে প্রতিপক্ষর জন্য একমাত্র প্রতিকার হ'ল এই পরিমাণ অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য একটি উপযুক্ত ফোরামে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে আপিলকারী প্রতিপক্ষকে এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে দায়বদ্ধ কিনা। অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশের কোনও লঙ্ঘন আবেদনকারী দ্বারা প্রতিপক্ষকে এই পরিমাণ অর্থ প্রদান না করার সাথে জড়িত থাকবে না। একমাত্র জিনিস যা আপিলকারীরা করতে বাধা দেয় তা হ'ল দাবির সন্তুষ্টির জন্য এই পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে ক্ষতির জন্য তার দাবি পুনরুদ্ধার করা। এটি স্পষ্টতই ৪১ (খ) ধারার অধীনে আদালতের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে কারণ ক্ষতির দাবি সালিশ কার্যধারার বিষয় গঠন করে এবং আদালত সর্বদা বলতে পারে যে যতক্ষণ না এই দাবির উপর রায় দেওয়া হয়, ততক্ষণ আবেদনকারীকে প্রতিপক্ষর প্রাপ্য অন্যান্য পরিমাণ বরাদ্দ করে এটি পুনরুদ্ধার করতে বাধা দেওয়া হবে। অতএব, বিদ্বান বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশটি দ্বিতীয় তফসিলের সাথে পঠিত ধারা ৪১ (খ) এর অধীনে তার ক্ষমতার আওতার বাইরে বলে বলা যাবে না।

XXXX XXX XXX

"১১... অতএব, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ১৮ ধারার অধীনে আপিলকারীর কোনও অধিকার বা কর্তৃত্ব ছিল না যে প্রতিপক্ষর অন্যান্য মুলতুবি বিলের পরিমাণ প্রতিপক্ষর বিরুদ্ধে ক্ষতির জন্য তার দাবির সন্তুষ্টির জন্য বা সন্তুষ্টির জন্য এবং বিদ্বান বিচারককে আবেদনকারীকে তা করতে বাধা দিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত করা হয়েছিল।"

রমন আয়রন ফাউন্ড্রি (উপরে)-র রায়টি, এইচ. এম. কামালউদ্দিন আনসারি অ্যান্ড কোং বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া[৪]-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা হাতে থাকা ইস্যুতে বিশেষভাবে বাতিল করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে একটি সাধারণ শর্ত ছিল, যা সরকারের অধিকার প্রদান করেছিল যে ক্ষতিপূরণের দাবি মেটাতে তারা ঠিকাদারের অন্যান্য অপেক্ষমাণ বিলের অধীনে প্রদেয় যে কোনো অর্থ থেকে তা আদায় করতে পারবে। এই ক্ষেত্রে, এই আদালত

[৪] (১৯৮৩) ৪ এস.সি.সি ৪১৭

রমন আয়রন ফাউন্ড্রি (উপরোক্ত) মামলার সিদ্ধান্তের সঙ্গে অসম্মতি প্রকাশ করে এবং নিম্নলিখিতভাবে রায় প্রদান করে:

"২১... গভীর শ্রদ্ধার সাথে আমরা দেখতে পাই যে উপরোক্ত পর্যবেক্ষণটি এই পর্যবেক্ষণের ঠিক আগে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনের প্রস্তাবের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। আমরা আদালতের এই পর্যবেক্ষণের সাথে একমত হওয়া কঠিন বলে মনে করি যে ফর্ম এবং পদার্থে বিতর্কিত আদেশটি নেতিবাচক হওয়ায় প্রতিপক্ষ যদি মনে করে যে তার বৈধ প্রতিরক্ষা রয়েছে তবে এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে অস্বীকার করতে পারে এবং যদি এটি করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে নিষেধাজ্ঞা আদেশের কোনও লঙ্ঘন হবে না।

২২. এটি সত্য যে সেই ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার আদেশটি নেতিবাচক আকারে ছিল। কিন্তু যদি কোনও আদেশ কোনও পক্ষকে অন্যান্য চুক্তিতে বকেয়া বিলের অধীনে অন্য পক্ষের বকেয়া অর্থ আটকে রাখার নির্দেশ দেয়, তবে আদেশের অর্থ অবশ্যই অর্থ প্রদান করতে হবে। যদি পরিমাণটি আটকে রাখা হয় তবে নিষেধাজ্ঞা আদেশের অবজ্ঞা হবে এবং সেই পক্ষকে নিষেধাজ্ঞা আদেশ লঙ্ঘনের জন্য তিরস্কার করা যেতে পারে। এটি বলার ক্ষেত্রে একটি দ্বন্দ্ব হবে যে কোনও পক্ষ পরিমাণটি আটকে রাখার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং তবুও এটি অধিকার হিসাবে পরিমাণ ধরে রাখতে পারে। যে কোনও ক্ষেত্রে যদি নিষেধাজ্ঞা আদেশটি এমন হয় যা কোনও পক্ষ মেনে চলতে বাধ্য না হয়, তবে আদালত এই জাতীয় অকার্যকর নিষেধাজ্ঞা আদেশ পাস করতে ঘৃণা ও অনিচ্ছুক হবে। আদালত কখনই এটি পাস করার জন্য কোনও আদেশ পাস করে না। এটি কেবল কার্যকর করার উদ্দেশ্যে পাস করা হয়। একবার এই আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, দ্বিতীয় তফসিলের সঙ্গে পঠিত ধারা ৪১ (খ)-এর অধীনে আদালতের অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু এই ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা কেবল সালিশ কার্যধারার উদ্দেশ্যে এবং সম্পর্কিত হতে পারে এবং আরও যে, আবেদনকারী কর্তৃক অন্যান্য চুক্তির অধীনে প্রতিপক্ষর কাছে কোনও পরিমাণ প্রদেয় ছিল কি না, এই প্রশ্নটি সালিশ কার্যধারার বিষয় ছিল না এবং তাই, আদালত স্পষ্টতই এমন কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিতে পারেনি, যা আপাতদৃষ্টিতে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশের আকারে হলেও, আবেদনকারীকে অন্যান্য চুক্তির অধীনে প্রতিপক্ষর প্রাপ্য পরিমাণ পরিশোধ করার নির্দেশের পরিমাণের সমান, এবং এই ধরনের আদেশ স্পষ্টভাবে সালিশ কার্যধারার উদ্দেশ্যে এবং ১নং সম্পর্কিত হবে না; আদালতের পরবর্তী পর্যবেক্ষণ যে, নিষেধাজ্ঞা আদেশটি মূলত নেতিবাচক ছিল এবং আবেদনকারীর বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য কোনও প্রতিক্রিয়া ছিল না, এই মামলার অধীনে একই আইনের অন্যান্য প্রস্তাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

XXX XXX XXX

৩১. আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে, ঠিকাদারের অন্যান্য বকেয়া বিলের অধীনে বকেয়া অর্থ আটকে রাখা প্রতিপক্ষদের নিষেধাজ্ঞা আদেশ কার্যত ঠিকাদার-আবেদনকারীকে অর্থ প্রদানের নির্দেশের সমান। এই ধরনের আদেশ স্পষ্টতই সালিসি আইনের ৪১ ধারার (খ) ধারার বাইরে ছিল। ক্ষতিপূরণের জন্য ঠিকাদারের অন্যান্য দাবির ক্ষেত্রে তার কাছে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধার বা বরাদ্দ করা থেকে বিরত রাখার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়ে ভারতের ইউনিয়নের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রাক্টের ১৮ নং ধারাটি ভারতীয় ইউনিয়নকে এই পরিমাণ আটকে রাখার যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করে এবং ভারতীয় ইউনিয়নকে এই পরিমাণ আটকে রাখা থেকে বিরত রাখার জন্য কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায় না।"

২০. আমাদের মতে, গঙ্গোত্রী এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড (উপরে)-এ প্রদত্ত রায়টি ইনক্যুরিয়াম প্রতি কারণ এটি রমন আয়রন ফাউন্ড্রি (উপরে)-র উপর নির্ভর করে যা এইচ. এম. কামালউদ্দিন আনসারির (উপরে) মামলার তিন বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা বিশেষভাবে বাতিল করা হয়েছে।

২১. আইনগুলো একত্রে পড়া এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, আমাদের মতামত হলো যে এ&সি অ্যাক্ট-এর ধারা ১৭ অনুসারে সালিশি ট্রাইব্যুনালে ন্যস্ত ক্ষমতা গুজরাট আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রয়োগ করা যেতে পারে, কারণ অন্তর্বর্তী রিলিফ প্রদানের বিষয়ে এই দুটি আইনের মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য নেই। এই ক্ষমতা ইতোমধ্যেই গুজরাট আইনের অধীনে ট্রাইব্যুনালে ন্যস্ত রয়েছে এবং এ&সি অ্যাক্ট-এর ধারা ১৭ এই ক্ষমতাকে পরিপূরক করে। সুতরাং, এটি বলা যায় না যে এ&সি অ্যাক্ট-এর ধারা ১৭-এর বিধান গুজরাট আইনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

২২. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, গুজরাট রাজ্যের দায়ের করা উভয় আপিল অনুমোদিত এবং গুজরাট হাইকোর্টের রায়গুলি বাতিল করা হয়েছে। তবে, ঠিকাদারদের গুজরাট গণপূর্ত চুক্তি বিরোধ সালিসি ট্রাইব্যুনালের কাছে যাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং যদি আজ থেকে ২ মাসের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের কাছে যোগাযোগ করা হয়, তবে ট্রাইবুনাল সীমাবদ্ধতার বিষয়ে দাবি খারিজ করবে না। এটি যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে। মুলতুবি থাকা আবেদনগুলি, যদি থাকে, তা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

দিব্যা পান্ডে

আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu